দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৪ ...

৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের ভবিষ্যৎ কী?

বর্তমান বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে সরকার কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন এসএসসি ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তনের লক্ষ্যে ১৩টি নতুন ভিটিআই স্থাপন এবং বিদ্যমান ভিটিআইগুলোর সংস্কার ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেন, যা পরবর্তী সময়ে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-এ উন্নীত করা হয়। এই প্রকল্প থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত এই জনশক্তি দেশের দারিদ্র্য নিরসন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়ন, টেকসই উন্নয়নসহ বর্তমান সরকার প্রণীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এবং জাতীয় শিক্ষানীতি সুপারিশমালা ২০০৩ বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৪ সালের ৩০ জুন শেষ হয়। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উন্নয়ন খাত থেকে এ প্রকল্প জনবলসহ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের কথা থাকলেও বর্তমানে তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক এক কার্যবিবরণীতে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে কর্মরত ১ হাজার ৮৯৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করে তাদের জায়গায় নতুন পদ সৃষ্টি করে জনবল নিয়োগে সুপারিশ করা হয়েছে। বিদ্যমান শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা দেয়ার কোনো অবকাশ নেই বলে জানানো হয়েছে ঐ কার্যবিবরণীতে।

প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের একটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ কর্মসূচি এবং প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প। এটি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্তও বটে। প্রকল্পটির গুরুত্ব বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের উন্নয়ন বাজেটের অধীনে কর্মরত শিক্ষকদের পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ঘোষণা প্রদান করেন এবং বেতনভাতা নিয়মিত পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এখানে উল্লেখ্য যে, জনবল নিয়োগে সরকারের প্রচলিত বিধি-বিধানও যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

সরকারের সদিচ্ছা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও অর্থ বিভাগের এ ধরনের পরিপত্র জারির ফলে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ হতাশ এবং অর্ধলক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ফলে কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংস এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় কারিগরি শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেইসঙ্গে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও দেশের উন্নয়নের স্বার্থে দেশের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত সকল শিক্ষক-কর্মচারীকে দ্রুতগতিতে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করে কারিগরি শিক্ষাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সরকারের আশু পদক্ষেপ কামনা করছি।

মোহাম্মদ মনজুর মোরশেদ,
ইন্সট্রাক্টর (কার্পেন্ট্রি),
মুহাম্মদ আবু ছিদ্দিক আকন্দ,
ইন্সট্রাক্টর (গণিত),
সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট-৩১০০